ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আমার জীবনের ঝুঁকি আছে: কঙ্গনা

পৃঃ ৫

শুভমনের ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন নন দ্রাবিড়

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৭ ● কলকাতা ● ২১ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৭ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার কলকাতা পুলিসের

ম্যাপে ভাঙড় ও কাশীপুর

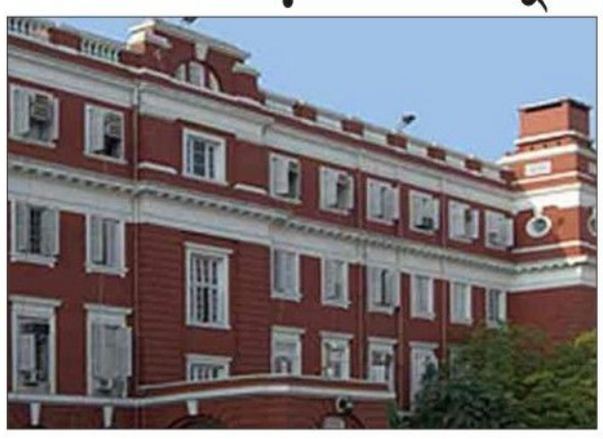

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার কলকাতা পুলিসের ম্যাপে ভাঙড় ও কাশীপুর। স্রেফ আলাদা ডিভিশন নয়, কেএলসি, ভাঙড়, কাশীপুর থানা ভেঙে ৯ থানা তৈরি হবে। থানাগুলির এলাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত জমা পড়েছে নবান্নে। সূত্রের খবর তেমনই। বিভিন্ন কারণে রাজ্য পুলিসের আওতায় থাকা একাধিক থানাকে কলকাতা পুলিসের অধীনে আনা হয়েছে আগেও। বস্তুত, ভাঙড় বিধানসভা এলাকার বানতলা লেদার কমপ্লেক্স থানাটিও এখন কলকাতা পুলিসের অধীনে।মনোনয়ন থেকে ভোটগণনা। পঞ্চায়েত ভোট পর্বে বারবারই অশান্তি হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। যে ভোটগণনা হয়, সেদিন রাতে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন আই এস এফ সমর্থকরা। মুড়ি-মুড়কির মতো বোমাবাজি হয়েছিল এলাকায়! গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন খোদ অতিরিক্ত পুলিস সুপার মাখসুদ হাসান ও তাঁর দেহরক্ষী।

কেন লাগাতার অশান্তি? কলকাতায় আলিপুর বডিগার্ড লাইনসে এক অনুষ্ঠানে ভাঙড় ও কাশীপুর থানাকে কলকাতা পুলিসের আওতায় আনার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতোই কাজ চলছে জোরকদমে। ২৭ জুলাই ভাঙড় ও কাশীপুরে থানা পরিদর্শন করে কলকাতা পুলিসের প্রতিনিধিদল।

ভাঙড়ে নতুন থানা

কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স

এরপর ৩ পাতায়

রেলের অনুষ্ঠান থেকে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উপলক্ষ ছিল 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের অধীনে পূর্ব রেলের ৫০৮টি রেল স্টেশনের মানোন্নয়ন কর্মসূচির শিলান্যাস অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অর্থাত আদ্যোপান্ত সরকারি অনুষ্ঠান। সেই সরকারি অনুষ্ঠান থেকেও বিরোধীদের নিশানা সাধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।এদিন মোদি যে ৫০৮টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন, তার মধ্যে বাংলারই ৩৭টি স্টেশন রয়েছে। তালিকায় রয়েছে শিয়ালদহ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর-সহ বেশ কিছু হাই প্রোফাইল স্টেশন। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই স্টেশনগুলিতে প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। রেলের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একযোগে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি দাবি করলেন,'কেন্দ্র সরকার ভোটব্যাংকের উর্ধ্বে উঠে উন্নয়নে প্রত্যয়ী। সেখানে বিরোধীরা নেতিবাচক রাজনীতি করছেন। না নিজেরা করবে, না অন্যদের করতে দেবে। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে চলছে বিরোধীরা।' বিরোধীদের উদ্দেশে মোদির তির,'৭০ বছরে নিজেরা ওয়ার মেমোরিয়াল করেনি। কিন্তু ওয়ার মেমোরিয়াল তৈরি হওয়ার পর সমালোচনা করেছে। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনেরও বিরোধিতা করেছে। সর্দার প্যাটেলের মূর্তিরও সমালোচনা করেছে বিরোধীরা।'

এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, আজ গোটা বিশ্বের নজর ভারতের দিকে। গোটা বিশ্বে ভারতের সম্মান বেড়েছে, বিশ্ববাসী ভারতকে সম্মানের চোখে দেখছে। এর দুটি কারণ। এক, ভারতবাসী প্রায় ৩০ বছর বাদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার এনেছে। দুই, সেই নিরঙ্কুশ সরকার ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা কঠিন চ্যালেঞ্জের স্থায়ী সমাধানের পথে পদক্ষেপ।' অর্থাত এক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী নিজের সরকারের প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে কৌশলে বার্তা দিয়ে দিয়েছেন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার যে হারে উন্নয়ন করতে পারে কোনও জোট সরকার বা 'মিলিজুলি সরকার' সেই হারে উন্নয়ন করতে পারবে না। বস্তুত এদিন সরকারি অনুষ্ঠান থেকে পুরোপুরি রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, 'আজ দেশজুড়ে রব উঠছে দুর্নীতি ইন্ডিয়া ছাড়ো, পরিবারবাদ ইন্ডিয়া ছাড়ো।'

মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে

হাঁটানোর ঘটনায় সাসপেন্ড পাঁচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনায় পাঁচ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করল মণিপুর পুলিশ। রবিবার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন সেই থানার ইন চার্জ, যার থানার এলাকায় ৪ মে এই কাণ্ড ঘটেছিল। ১৯ জুলাই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, তার পরেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে।একই সঙ্গে বিষ্ণুপুর জেলার তেরাখোংসাংবিতে গুলি চলেছে। তাতে মারা গিয়েছেন এক জন। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিন জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক পুলিশ কর্মী। পূর্ব ইম্ফল জেলার সানাসাবি এবং থামনাপোকপি গ্রামেও গুলি চলেছে। যদিও হতাহতের খবর মেলেনি। পশ্চিম ইম্ফল জেলার লাঙ্গোলে বেশ কিছু ঘর পোড়ানো হয়েছে। হিংসার প্রতিবাদে রাজধানী ইম্ফলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বহু মানুষ। শনিবারের হিংসার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে আঙুল তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক রাজকুমার ইমো সিংহ। তিনি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের জামাই। তাঁর অভিযোগ, আধাসেনা বাহিনীর 'কর্তব্যে গাফিলতি' হয়েছে।এ বার নংপোক সেকামাই থানার ইন চার্জ-সহ পাঁচ জনকে সাসপেন্ড করা হল। বিভিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]

**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

পরিবারের মঙ্গল কামনায়

তারকেশ্বরে পুজো দিলেন রুজিরা, ওদিকে নিউইউর্কে দেখা গেল অভিষেককে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এই সময় চলছে শ্রাবণ মাস। আর এই মাসটিকে বাবার মাস হিসেবেই গণ্য করা হয়। গোটা ভারতে বিভিন্ন মহাদেবের মন্দিরে শিব ভক্তরা দূর দূরান্ত থেকে হেঁটে জল দিতে যান। পশ্চিমবঙ্গে তারকেশ্বর মন্দিরে শ্রাবণ মাসে অগণিত ভক্ত হয়। আর এই বছর সমস্ত রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে। আগামীকাল হল শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার। আর এই সোমবার জল ঢালার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকেই শিব ভক্তরা পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে। আর সোমবারের ঠিক আগের দিন রবিবার তারকেশ্বর মন্দিরে মাথা ঠেকালেন রুজিরা। পরিবারের মঙ্গল কামনায় পুজোও দেন তিনি।

রবিবার দুপুর ১১টা নাগাদ তারকেশ্বরের মন্দিরে যান রুজিরা। অভিষেকের স্ত্রী আসবে জেনে আগে থেকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছিল মন্দির চত্বর। তারকেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু ও কয়েকজন কাউন্সিলরও সেই সময় রুজিরার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ১২টা নাগাদ দুধ পুকুরে পুজো দিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালতে যান রুজিরা। তবে এবার তারকেশ্বর মন্দির চর্চায় উঠেছে আরও একটি কারণে। এবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢেলে শিরোনামে উঠে এলেন।

উল্লেখ্য, বিগত কিছুদিন ধরেই বারবার শিরোনামে উঠে এসেছেন রুজিরা। কয়লা কেলেঙ্কারিতে বারবার ইডির সমন থেকে শুরু করে দুবাই যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে আটকানো। তিনি যে কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরে রয়েছেন, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পিস রুমের পর এবার পিস ট্রেন

চালানোর প্রস্তাব রাজ্যপালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিয়ালদহে 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে রাজভবনে খুলেছিলেন পিস রুম। রবিবার শিয়ালদহে রেলের অনুষ্ঠানে এসে এবার পিস ট্রেন চালানোর প্রস্তাব করলেন রাজ্যপাল। ওই ট্রেন চলবে শিয়ালদহ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত।অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এই নাটকবাজি রাজ্যপালকে মানায় না। রাজ্যপালের পদটিকে আমার শ্রদ্ধা করি। উনি বিজেপির এজেন্সি নিয়েছেন, সেটা করুন। কিন্তু এই ধরনের নাটক ওঁর করা উচিত নয়। যেখানে গোটা ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে সেরা সেখানে রাজ্যপালের এরকম বক্তব্য শোভা পায় না। সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়িও এনিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি সাজানো চিত্রনাট্য অনুযায়ী রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার অভিনয় করে যাচ্ছেন। এরা আগে ধনখড় যখন ছিলেন তখনও দেখেছি ধনখড় বনাম নবান্ন। আর ধনখড় যখন উপরাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে তৃণমূল সমর্থন করল।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যপাল টেনে আনলেন রাজ্যের হিংসার প্রসঙ্গ। রাজ্যে হিংসা হয়েছে। তাই পিস ট্রেন চালুর প্রস্তাব। কিষাণ এক্সপ্রেস ও কালচাল অন হুইল ট্রেন চালুরও প্রস্তাব করেছেন রাজ্যপাল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, রাজ্যের দুটি শত্রু রয়েছে। একটি হল হিংসা ও অন্যটি দুর্নীতি।

গত কয়েক মাস ধরেই রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত যেন থামছেই না। রাজ্যকে এড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা, একাধিক ফাইল ফেরত দেওয়া, পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা নিয়ে সরব হওয়া-সহ একাধিক বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত চলেই আসছে। এনিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন ট্যুইট করেন, নাগরিক হিসেবে রাজ্যপালের ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করছি। ওঁর জানা দরকার তৃণমূল সরকারের আগে রাজ্যের অবস্থা কী ছিল। দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যের তুলনায় বাংলার অবস্থা অনেকটাই ভালো। ভবিষ্যতে আরও বেশিকিছু পাওয়ার জন্য ধনখড়ের মতো মোদীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল।জি ২৪ ঘণ্টাকে শান্তনু সেন বলেন, যিনি এই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানে যেভাবে রাজ্য বিরোধী কথা বলেছেন তাতে তাঁর জেনে নেওয়া উচিত বাম আমলে রাজ্যটা কেমন ছিল। আসলে উনি দেখেছে বিজেপিকে খুশি করে রাজ্যপাল থেকে উপরাষ্ট্রপতি হয়ে গিয়েছেন। তাই তিনিও মোদী শাহকে খুশি করে ভবিষ্যতে আরও কিছু পেতে চাইছেন।

রাজ্য বিজেপিতে এই মুহূর্তে

কোনও রদবদল হবে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য বিজেপিতে এই মুহূর্তে কোনও রদবদল হবে না। তিনিই রাজ্য সভাপতি থাকছেন বলে একটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করলেন সুকান্ত মজুমদার।অন্যদিকে, শনিবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার কয়েকশো কর্মী-সমর্থক সল্টলেকে বিজেপির নয়া দফতরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, মণ্ডল ও জেলা স্তরে যাঁরা নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন বা পেতে চলেছেন, তাঁরা অধিকাংশই তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। দলের পুরোনো, যোগ্য কর্মীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ দিন সেই সময় সেখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সুকান্তের। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত আর দপ্তরে যাননি। দলের সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের বক্তব্য জানান বিক্ষোভকারীরা। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "দলীয় কার্যালয়ে এই ধরনের বিক্ষোভ অনভিপ্রেত। না হলেই ভাল হত।"

বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে বদল নিয়ে গেরুয়া শিবিরে জল্পনা তুঙ্গে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্য সভাপতি করা হচ্ছে এবং দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে যাওয়া হবে জোর জল্পনা চলছে পদ্মশিবিরে।বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে রদবদল নিয়ে শনিবার সুকান্ত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হয়। সুকান্ত বলেন, "মিডিয়ায় খবর চলছিল, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। নেতৃত্ব বলেছে এখন এবং ২০২৪-এর লোকসভা ভোট পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হবে না। ব্যক্তি সুকান্ত কেউ নয়, বঙ্গ বিজেপি একসঙ্গে লড়বে একটা টিম হিসেবে। সুকান্ত রাজ্য সভাপতি থাকলেও গোটা টিম হিসেবে লড়বে বঙ্গ বিজেপি।" রাজ্য সভাপতি বা রাজ্য নেতৃত্বে এখনই কোনও রদবদল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করছে না বলে এদিন সুকান্ত নিজে দাবি করায় জল্পনায় জল পড়ল বলেই মনে করছেন অনেকে।

এদিন সুকান্ত আরএসএসের কার্যালয় কেশব ভবনেও গিয়েছিলেন। তারপরই তাঁর এই দাবি যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শুভেন্দুকে রাজ্য সভাপতি করার ব্যাপারে আরএসএস প্রবল আপত্তি করেছে বলেই খবর। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ শুভেন্দুকে করতে চাইলেও আরএসএসের বাধাতেই তা আটকে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির জেলা পরিষদ সভাপতিদের নিয়ে ১২ ও ১৩ আগস্ট কোলাঘাটে পঞ্চায়েত সম্মেলন হবে। সেখানে বঙ্গ বিজেপির তরফে কেউ অংশ নেবে না। কারণ, এ রাজ্যে বিজেপির হাতে জেলা পরিষদ নেই। সেই সম্মেলনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা থাকবেন বলে সুকান্ত এদিন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় নেতারা লাগাতার আসবেন। খেলা এখন অনেক বাকি।

সম্পত্তি কর বাড়ান,

নয়া ফরমান কেন্দ্রের, ক্ষুব্ধ নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিন যত যাচ্ছে, বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে ততই যেন মরিয়া হয়ে উঠছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদি সরকার। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে সেই সরকার। নিত্যনতুন ফিকির বার করে বাংলাকে আর্থিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা অব্যাহত বলে দাবি রাজ্য প্রশাসনের। রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভাগুলির জন্য অর্থ কমিশনের টাকা পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে সম্পত্তিকর বাবদ আয়ের পরিমাণ জানাতে হয়। বাংলার পুরসভাগুলির এই খাতে আয়ের পরিমাণ দেখে নিয়ে তারা শর্ত দেয়, সম্পত্তিকর আদায় বাড়াতে হবে। হিসেব করে দেখা যায়, অর্থ কমিশনের টাকা পেতে গেলে রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাকে কমপক্ষে ৯ থেকে ১০ শতাংশ সম্পত্তিকর বৃদ্ধি করতে হবে। ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'দিল্লি থেকে সম্পত্তিকর বাড়াতে বলেছে। জল ও জঞ্জাল সাফাইয়ের ক্ষেত্রেও কর বসাতে বলেছে। আমরা বকেয়া কর আদায়ে গুরুত্ব দিতে পারি। কিন্তু কর বৃদ্ধি বা নতুন করে কর আরোপের পথে যেতে পারব না।'এই তালিকায় নয়া সংযোজন, শর্ত চাপিয়ে রাজ্যের পুরসভাগুলির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ আটকে দেওয়ার চেষ্টা। কেন্দ্রের ফরমান, সম্পত্তিকর খাতে আয় বৃদ্ধি করতেই হবে রাজ্যের পুরসভাগুলিকে। অন্যথায় মিলবে না পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা। রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার জন্যই প্রযোজ্য হবে এই নিয়ম। এমন শর্ত জানার পর স্বভাবতই তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের অন্দরে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত হল, মানুষের ওপর বাড়তি খরচের বোঝা চাপানো যাবে না। সেই কারণে কোনওভাবেই সম্পত্তিকর বৃদ্ধির পক্ষপাতী নন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ, এই খাতে আয় যে হারে বৃদ্ধি করা গেলে বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে শর্ত দেওয়া হয়েছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সম্পত্তিকর বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। তাই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব মনোজ যোশিকে জানিয়ে দিয়েছেন, এটা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে বাংলাকে বঞ্চনার আরও এক প্রেক্ষাপট রচিত হচ্ছে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞ মহলের। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় পুরসভাগুলিতে জল সরবরাহ, জঞ্জাল সাফাই, সবুজায়ন সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ হয়। গত আর্থিক বছরে এই খাতে অর্ধেক টাকা এখনও পাওনা রাজ্য সরকারের। চলতি আর্থিক বছরের চার মাস পেরিয়ে গেলেও টাকা পায়নি পুরসভাগুলি।

রাতে অপহরণ, দিনে পতাকা বদল! বহরমপুরের পর

এবার নওদায় তৃণমূলে 'অভিনব' যোগদান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহরমপুরের পর এবার নওদায় রাতে অপহরণ, দিনে তৃণমূলে যোগদান। নওদার চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১জন আর এস পি ও ২জন কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীকে বহরমপুরের একটি হোটেল থেকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে। বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। শনিবার সকালে দেখা যায় নওদায় তৃণমূলের দলীয় অফিসে গিয়ে তৃণমূলে যোগদান করছেন ওই তিন জয়ী প্রার্থী।

কংগ্রেস নেতা মোশারফ হোসেন বলেন, ওই তিন জয়ী প্রার্থীকে বহরমপুরের একটি হোটেল থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেছে অপহরণের মুহূর্ত ধরা পড়েছে। বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তৃণমূলের এই দুর্নীতি বেশিদিন টিকবে না। পাশাপাশি নওদার রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বাঙ্গপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কেদারচাদপুর ২নং অঞ্চলের সিপিআইএম কংগ্রেস বিজেপি থেকে জয়ী প্রার্থীরা নওদার ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান সেখের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন।শুক্রবার রাতে নওপার চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর এস পির জয়ী প্রার্থী কাবারুল মণ্ডল ও কংগ্রেসের জয়ী দুই প্রার্থী আবদুর রব শেখ বানিরুল মালিতাকে বহরমপুরের একটি হোটেল থেকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে। খবর পাওয়া মাত্র বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। প্রতিবাদে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিবারের অভিযোগ ভয় দেখিয়ে অপহরন করে তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছে। তারপর শনিবার সকালে দেখা যায় নওদায় তৃণমূলের দলীয় অফিসে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করছেন ওই তিন জয়ী প্রার্থী।

যোগদানকারীরা জানান, তাঁদের অপহরণ করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে সামিল হতে স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগদান করছেন। প্রসঙ্গত কয়েকদিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন। এই চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ২০টি। আর এস পি ও কংগ্রেসের ৩জয়ী প্রার্থী তৃণমূলের যোগদান করায়। তৃণমূলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২। নওদা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শফিউজ্জামান সেখ। বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হয়ে তৃণমূলের যোগদান করেছেন। কংগ্রেস অপহরণের মিথ্যা অভিযোগ করেছে।

মুসলিম হয়ে শিবের গান গেয়ে কট্টরপন্থীদের নজরে,

কুপিয়ে খুন করা হল গায়িকা ফরমানির ভাইকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গায়িকা ফরমানি নাজের পরিবারে মৃত্যুর হাহাকার। দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হলেন তাঁর তুতো ভাই। শনিবার রাতে বাইকে করে তিন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক এসে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে গায়িকার ভাইকে। মুজফফরনগর থানার অন্তর্গত রতনপুরি ক্ষেত্রে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে।পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। খোঁজ শুরু হয়েছে হত্যাকারীদের। খুনের নেপথ্যে আসল কারণের খোঁজ করছে পুলিশ। এই ঘটনায় আবারো উঠে এসেছে ফরমানি নাজের নাম। শিব ঠাকুরের গান গেয়ে একাধিকবার মৌলবাদীদের রোষানলে পড়েছেন তিনি। খুরশিদের হত্যার সঙ্গে ফরমানির কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা সেসব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।বিষয়টা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এই ফরমানি নাজ হলেন গায়িকা তথা ইউটিউবার। ভিন্নধর্মী হয়েও 'হর হর শম্ভু' গেয়ে চর্চায় উঠে এসেছিলেন তিনি। একইসঙ্গে এসেছিলেন কট্টরপন্থীদের নজরেও। এর সঙ্গে তাঁর তুতো ভাইয়ের হত্যার কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুজফফরনগর থানার রতনপুরি ক্ষেত্রর অন্তর্গত মোহাম্মদপুর মাফি গ্রামের বাসিন্দা ছিল বছর কুড়ির যুবক খুরশিদ। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন বাড়িতে খাবার খেয়ে সন্ধ্যার পরে ক্ষেতের ধারে হাঁটতে বেরিয়েছিল সে। তখনই একটি বাইকে চেপে তিন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক তার উপরে হামলা চালায়।

ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মেরে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরিবারের লোকেরা খবর পেয়ে যতক্ষণে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে খুরশিদকে, ততক্ষণে অনেকটাই রক্তক্ষরণ হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্যই মৃত্যু হয় খুরশিদের।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনায় সাসপেন্ড পাঁচ

বিরোধিতা করলেও তারা অনড় বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

ইতিমধ্যে শনিবার ভোর থেকে নতুন করে উত্তপ্ত মণিপুরের বিষ্ণুপুর-চুড়াচাঁদপুর সীমানা এলাকা। গত ২৪ ঘণ্টায় এই রাজ্যে হিংসার বলি ছ'জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক বাবা এবং ছেলে। সংঘর্ষের জেরে আহত হয়েছেন ১৬ জন। গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। অভিযানে ধরা পড়েছে এক জন বিদ্রোহী। তাঁর শরীরে গুলির লেগেছে। সূত্রের খবর, ওই এলাকায় অতিরিক্ত ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যদিও রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক গোটা বিষয়ে আঙুল তুলেছেন আধাসেনার দিকেই।

গত ৩ মে থেকে কুকি এবং মেইতেই জনজাতির সংঘর্ষের কারণে উত্তপ্ত মণিপুর। তফসিলি উপজাতির স্বীকৃতির দাবি তুলেছেন মেইতেইরা। সেই নিয়েই দুই জনজাতির সংঘর্ষ। পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সে কারণে পূর্ব এবং পশ্চিম ইম্ফল জেলায় এখনও জারি থাকবে কারফিউ।শনিবার ভোর থেকে বিষ্ণুপুর-চুড়াচাঁদপুর সীমানা এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হয়। উভয় পক্ষের গুলি ছোড়াছুড়িতে তিন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক বাবা এবং ছেলে রয়েছেন। বিষ্ণুপুর জেলার কাওয়াকটা এলাকার একটি গ্রামে এই ঘটনা হয়েছে। ৩ মে মণিপুরে হিংসা ছড়ানোর পর থেকে ওই গ্রামের বাসিন্দারা আশ্রয় শিবিরে থাকছিলেন। শুক্রবার রাতে কয়েক জন বাসিন্দা নিজেদের গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্য ফিরেছিলেন। শনিবার ভোর থেকে ফের শুরু হয় সংঘর্ষ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতদের দু'জনের শরীরে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারা হয়েছে। এর পর কাছ থেকে গুলি করে তাঁদের মারা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা হামলা শুরু হয়। মর্টার শেল এবং গ্রেনেড ছোড়ে তারা। তাতে কাওয়াকটা সংলগ্ন দু'টি গ্রাম ফুজং এবং সংদোয় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কয়েক জন। ওই গ্রাম দু'টি চুড়াচাঁদপুর জেলায় পড়ে।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার কলকাতা পুলিসের ম্যাপে ভাঙড় ও কাশীপুর

হাতিশালা, পোলেরহাট, উত্তর কাশিপুর, নারায়ণপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, নোদরা, চন্দনেশ্বর ভাঙড়।

লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিসের প্রস্তাব মেনে থানাগুলি এলাকা নির্ধারণ করেছেন রাজ্যের পরবর্তীকালে এই ল্যান্ড রিফর্ম কমিশনার। এখন নবান্নের অনুমোদন পেলেই, থানাগুলি চালু যাবে। থানাগুলিকে নিয়ে একটি ডিভিশন তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন?

কেন, কবে নাগাদ আসতে চলেছেন তিনি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আবার দুই দেশ পাশাপাশি, আবার দুই রাষ্ট্রনেতা কাছাকাছি। জি-২০ সামিট কে সামনে রেখে ভারতে আসতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অন্তত তেমনই খবর। জি-২০ সামিটে যোগ দিতে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ভারতে আসছেন জো বাইডেন। জি-২০ বৈঠকের পাশাপাশি বাইডেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

ভারতে আয়োজিত এই জি-২০ সামিট এক বিশিষ্ট বৈঠক হতে চলেছে। কেননা ভারতের সভাপতিত্বে এই জি-২০ সামিটে ১১০টি দেশের ১২৩০০ প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। কোনও দেশের নেতৃত্বাধীনে জি-২০ সম্মেলনে এটাই সর্বোচ্চ যোগদানের সংখ্যা।

বিগত কয়েক বছরে ভারত ও আমেরিকা দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে, আরও বিস্তৃত হয়েছে। কিছু দিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার ভারতসফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।জি-২০ সদস্য হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এটাই প্রথম ভারত সফর।

এবার জি-২০ বৈঠকের সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে জি-২০ সামিট। মূলত ওই সম্মেলনে যোগ দিতেই ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ভারতসফরের আগে মার্কিন আধিকারিক ডোনাল্ড লু জানান, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এই সফর নিয়ে অতয়ন্ত উতসাহী। জি-২০ লিডার্স সামিটের সদস্য হিসেবে এটিই তাঁর প্রথম ভারতসফর হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

পৃথিবীকে চড়া রোদ থেকে বাঁচাতে

বিজ্ঞানীরা মহাকাশে ছাতা লাগাচ্ছেন

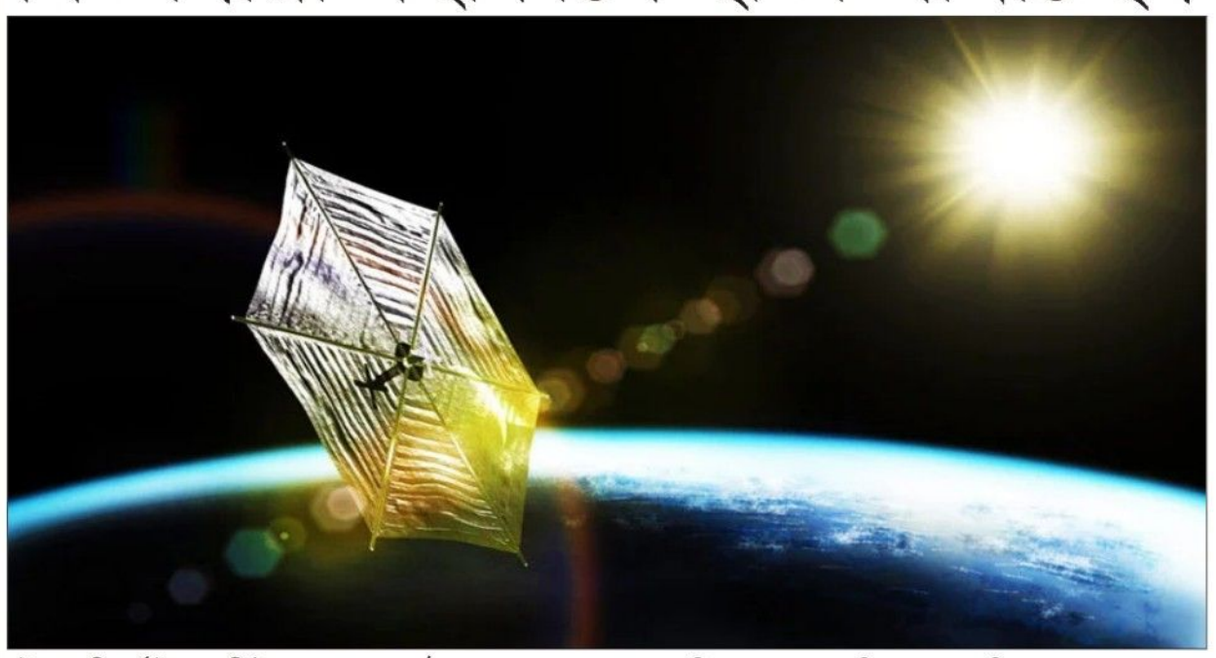

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বৃষ্টিতে যেমন ছাতা লাগে, তেমনই খুব রোদেও ছাতা লাগে। পৃথিবীর গায়ে যাতে রোদ না লাগে সেজন্য এবার মহাকাশে ছাতা লাগাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর গায়ে বড্ড বেশি রোদ লাগছে। যার থেকে বাড়ছে গরম। ক্রমশ তা মাত্রাছাড়া অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে। এভাবে পৃথিবীর গায়ে রোদ পড়া বাড়তে থাকলে গোটা বিশ্বটা তেতে উঠতে বেশি দেরি হবেনা।এজন্য অবশ্য যে বিশাল আয়োজন প্রয়োজন তা পৃথিবী থেকে ওভাবে পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ তার ওজন অনেক হবে। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অনেক হাল্কা উপাদানের ঢাকা মহাকাশে পাঠানো হবে। যা দড়ির মত বাঁধা থাকবে। আর তার কাউন্টার ওয়েটের কাজটা করে দেবে অন্য গ্রহাণু।

পুরো ডিজাইন নিয়ে এখন কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। তবে যে অভিনব ভাবনা জাপুদি উপহার দিলেন তা যদি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় তাহলে উষ্ণায়নের চিন্তা অনেকটা কমবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে আগেও এমন ছাতা নিয়ে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তা এতটাই ভারী হচ্ছিল যে তা মহাকাশে পাঠানোর উপায় ছিলনা। জাপুদি তাই অনেক হাল্কা ও নবতম প্রযুক্তি ব্যবহারের হদিশ দিয়েছেন।

তাই পৃথিবীর গায়ে এভাবে রোদ পড়া আটকাতে হবে।

রোদ তো সূর্যের আলো। তাই সূর্যের আলোকেই ঢাকতে হবে। যাতে পৃথিবীতে উত্তাপ কম এসে পড়ে। সেজন্য সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে ছাতা লাগাতে চলেছেন বিজ্ঞানীরা।

উষ্ণায়নের ধাক্কা সামাল দিতে বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের ছাতা দিয়ে মাথা ঢাকার পথে হাঁটলেন। সূর্যের রশ্মিকে যদি ছাতার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর গায়ে এসে পড়তে হয় তাহলে তার উত্তাপ ও তেজ অনেকটাই নিঃস্পৃহ হয়ে যাবে। তাতে পৃথিবী রক্ষা পাবে।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি-র এক মহাকাশ বিজ্ঞানী ইসভান জাপুদি এই অভিনব উপায়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। যা বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের মনে ধরেছে। তাই এই পথেই এগোতে চাইছেন তাঁরা।

ইন্ডিয়া'য় মমতার পাশে ইয়েচুরির

উপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ নিচুতলা

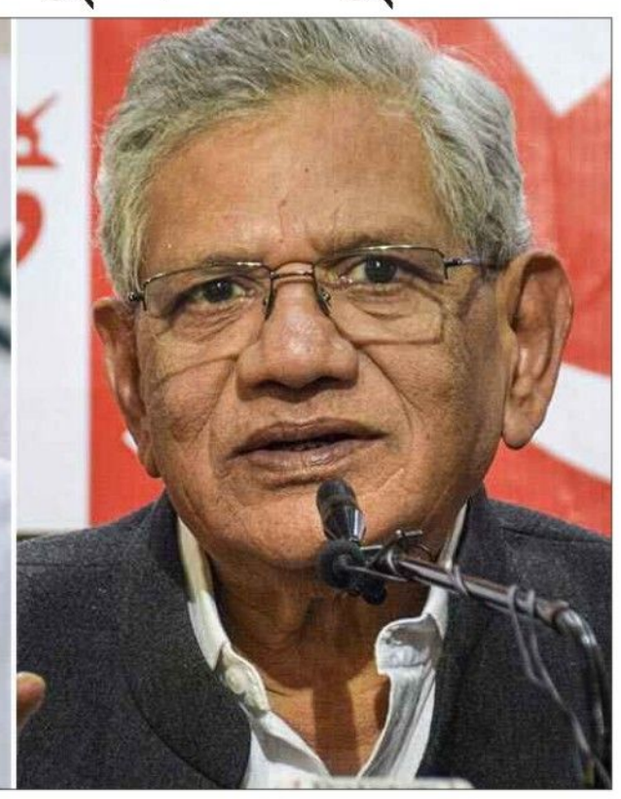

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া'র জোড়া বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে সীতারাম ইয়েচুরির উপস্থিতি যে রাজ্যের নিচুতলার কর্মীরা ভাল ভাবে নেননি, তা কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে স্পষ্ট করে দিলেন বাংলার সিপিএম নেতারা। শুক্রবার থেকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শুরু হয়েছে দিল্লিতে। শনিবার বাংলার চার নেতা সুজন চক্রবর্তী, অমিয় পাত্র, আভাস রায়চৌধুরী এবং রবীন দেব তাঁদের বক্তব্য জানান। ঘটনাচক্রে, শনিবার ছিল ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার অন্যতম কারিগর মুজফফর আহমেদ (কাকাবাবু)-এর ১৩৫তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে প্রতি বছরই একাধিক কর্মসূচি পালন করে সিপিএম। শনিবার সেই কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেননি একাধিক সদস্য। মহাজাতি সদনের কর্মসূচিতে সূর্যকান্ত মিশ্র এবং রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও স্পষ্ট করে দেন, এ রাজ্যে তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সমান লড়াই চালাবে দল। সিপিএমের এক নেতার কথায়, 'এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা দলের সদস্য নন। কিন্তু অনেক বেশি সক্রিয় (মোর দ্যান পার্টি মেম্বার)। তাঁরাও যে ক্ষুব্ধ, তা বলা হয়েছে বৈঠকে। শনিবার মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে তৃণমূল ও বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন সেলিম।'

উল্লেখ্য, সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটি শনিবার একটি মাসিক উর্দু পত্রিকার সূচনা করেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'আওয়ামি তেহরিক' (গণআন্দোলন)।সূত্রের খবর, চার নেতাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নিচুতলার কর্মী-সমর্থকেরা এ নিয়ে সমালোচনায় সরব।

সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার নেতারা বলেছেন, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে ইন্ডিয়ার বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক ইয়েচুরি না-গেলে দলের ব্যাপারে সার্বিক ভাবে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হত। অনেকে মনে করতেন, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইকে গুরুত্ব না দিয়ে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্যের প্রেক্ষাপট দেখা হচ্ছে। কিন্তু ইয়েচুরি ওই বৈঠকে যাওয়ায় রাজ্যের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা ওই বৈঠকে খোলাখুলি বলেছেন বাংলার নেতারা।

বৈঠকে যোগ দেওয়া বাংলার এক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলেন, 'সমর্থকদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা প্রশমন করতে আমাদেরই ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু পার্টি যে বিড়ম্বনায় পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।' সূত্রের খবর, কংগ্রেসের সঙ্গে 'সখ্য' নিয়ে সিপিএমের কেরল রাজ্য কমিটিও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত, আনন্দবাজার অনলাইনে আগেই লেখা হয়েছিল, 'ইন্ডিয়া' কী এবং কেন, তা বোঝানোর জন্য আলিমুদ্দিন স্ট্রিট বিশেষ কর্মসূচি নেবে। বাস্তবেও সেটিই হয়েছে। আগামী ১৩ অগস্ট রাজ্য জুড়ে 'পাঠচক্র' করবে সিপিএম। সেখানে ১৩ পাতার নোট পড়িয়ে দলীয় সদস্যদের বোঝানো হবে, গত পার্টি কংগ্রেসের লাইন অনুযায়ীই চলবে দল। যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, বাংলায় লড়াই বিজেপি এবং তৃণমূল উভয়ের বিরুদ্ধেই।

মসলিনের ওপর মমতাকে ফুটিয়ে তুললেন তাঁতশিল্পী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তিনি নিজে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। সারাদিন তাঁত বুনেই সময় কেটে যায়। তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তার কাছে আদর্শ এক ব্যক্তিত্ব। তার মতে মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রাজ্যবাসীর সুদিন এনে দিয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলোকেই ডিজাইন হিসেবে বেছে নিয়েছেন কাটোয়ার ঘোড়ানাশ গ্রামের তাঁত শিল্পী জগবন্ধু দালাল। তার নিখুঁত হাতের কাজে মসলিন কাপড়ের ওপর ফুটে উঠেছে মমতার প্রতিকৃতি। পাশাপাশি মমতার চালু করা রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প।

মুখ্যমন্ত্রীর নিজের অত্যন্ত প্রিয় তাঁতের শাড়ি। তাকে সাদা শাড়িতেই আজীবন দেখে আসছেন দেশবাসী। মমতার পরনে সাদা তাঁতের শাড়ি, পায়ে হাওয়াই চটি, চোখে চশমা, নমস্কারের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মমতার এই পুর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন জগবন্ধুবাবু। পাশাপাশি সুতো দিয়েই শাড়ির উপর লেখা হয়েছে তাঁর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর নামও। যেমন 'লক্ষীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী', 'সবুজ সাথী', 'কন্যাশ্রী', 'খাদ্যসাথী' ইত্যাদি।

জগবন্ধু দালালের কথায়, "আমি রাজনীতি করি না। মুখ্যমন্ত্রীকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তিনি মানুষের জন্য অনেক কিছু করছেন। এখনও করে চলেছেন। তাই তাই প্রতি অনুরাগ থেকেই এই শাড়ি আমি বুনেছি। যদি সুযোগ পাই তাহলে নিজের হাতে তার হাতে এই শাড়ি তুলে দিতে চাই।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা ০৭ আগষ্ট, ২০২৩ সোমবার ২১ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

অমৃত ভারত' প্রকল্পের নামে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নোটিস

ভারতীয় রেলের 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে'র আওতায় কালনা স্টেশনও । রবিবার দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাঝপথে আচমকাই ছন্দপতন। কালনা স্টেশন চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে বসা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে অনুষ্ঠান বয়কট করলেন কালনার তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ ।নোটিস পাওয়া ছোট ব্যবসায়ী মনোজিত দাস, শংকর পালরা তাই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তারা বলেন, 'এখানে দীর্ঘদিন ধরে আমরা ব্যবসা করছি। এই আয়ের টাকাতেই আমাদের সংসার চলে। উঠিয়ে দিলে আমরা খাব কী? আমরা তো আর অন্য কাজ করতে পারব না। তাই রেলের কাছে আবেদন, অল্প হলেও আমাদের জন্য কিছুটা করে জায়গা দিয়ে স্টেশনের উন্নতি হোক।' এদিন কালনার অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পূর্ব রেলের অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এস মুখোপাধ্যায়। পুনর্বাসনের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রেলের পুনর্বাসনের যা নিয়মনীতি আছে, সেটা মেনেই হবে। এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।' রেল সূত্রের খবর, অমৃত ভারত প্রকল্পে রেলযাত্রীরা আধুনিক পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। অমৃত ভারত প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হল, যাত্রী স্বাচ্ছন্দের প্রতি বাড়তি নজর। রেল যাত্রীদের সুবিধায় আধুনিক বিশ্রামঘর, পার্কিং ব্যবস্থা, ভিআইপি লাউঞ্জ, চওড়া ফুটব্রিজ, চলমান সিঁড়ি, প্লাটফর্মের আধুনিকীকরণ-সহ বাড়তি বহু সুযোগ থাকবে বলে জানালেন রেলকর্তারা ।অনুষ্ঠান বয়কট প্রসঙ্গে দেবপ্রসাদবাবু জানান, 'আমরা উন্নয়নের পক্ষে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু গরিবের পেটে লাথি মেরে উন্নয়ন আমরা মেনে নেব না। আমরা চাই যারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে রয়েছেন, তাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন দিয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণ হোক।' উল্লেখ্য কালনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পঞ্চাশের কাছাকাছি চা, পান, হোটেল, মিষ্টি, রেস্টুরেন্ট, মনোহারি দোকান রয়েছে। এছাড়াও প্রায় তিন শতাধিক পরিবার এখানে দীর্ঘদিন ধরে বাস করেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের জন্য তাদের সকলকেই উচ্ছেদের নোটিস ধরিয়েছে রেল।

শয্যাশায়ী বাবা, টোটো চালাচ্ছে ছোট্ট মেয়ে!

গায়ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষ্যে অবিচল থেকে নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করে গেলে সফলতা ধরা দিতে বাধ্য। চারিদিকে এমন ভুরিভুরি উদাহরণ আছে যাদের পরিশ্রমের সামনে মাথা নত করেছে নাম খ্যাতি যশ। এরকমই এক উদাহরণ হল বছর ১৫-র গায়ত্রী হালদার । আজ তার সামনে মলিন হয়ে গেছে বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য। অবশেষে তার লড়াইয়ের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে সকলকে। প্রাথমিকভাবে নানা বিদ্রূপ কটাক্ষের শিকার হলেও এখন তার পাশে দাঁড়িয়েছে পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা। এমনকি স্থানীয় ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও আজ তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সমস্ত দুঃখ ভুলে আজ গায়ত্রীর মুখেও ফুটে উঠেছে হাসি। এত মানুষের সহযোগিতায় একটু হলেও বুকে বল পাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটি ।পরিবার প্রতিপালনের জন্য এক কঠিন লড়াইকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এই ছোট্ট খুদে মেয়েটি। জীবনের কৈশোর অবস্থা পার হয়নি তার আগেই সে নেমে গেছে জীবনযুদ্ধে। তার টোটো চালিয়ে সংসার চালানোর খবর নাড়া দিয়েছিল প্রতিটি মানুষকেই। আর সেই খবরটিই নজরে আসে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। খবর শুনে গায়ত্রীর বাড়িতে ছুটে এলেন তিনি।

এইদিন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শান্তনু ঠাকুর জানান, তিনি গায়ত্রীর বাবার চিকিতসার ভার তো নেবেনই পাশাপাশি দিদির পুলিশে চাকরির ইচ্ছাপূরণের জন্যেও যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, গায়ত্রীর পড়াশোনাতেও পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তিনি। আর তাতেই একটু আশার আলো দেখছে এই পরিবার। নবম শ্রেণীর গায়ত্রী আবারও স্বপ্নের জাল বুনছে। এই বিষয়ে বারবার সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, গায়ত্রী সহ তার মা কৃষ্ণা হালদার। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বহু সংস্থা গায়ত্রী এবং তার পরিবারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সবে মিলিয়ে আবারও নতুন করে বাঁচতে শিখছে এই অসহায় পরিবারটি।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর আগে পরিবারের একমাত্র রোজগেরে বাবা অলক হালদার শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তারপর একপ্রকার জেদের বসেই টোটো নিয়ে রাস্তায় বের হয় গায়ত্রী। সংসারের খরচপাতি সামলে দিদির পুলিশ হওয়ার ইচ্ছেকেও এগিয়ে নিয়ে চলে সে। সেইসময় এইটুকু মেয়ের এই মনের জোর দেখে বিস্মিত হয়েছিল গোটা বাংলা।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

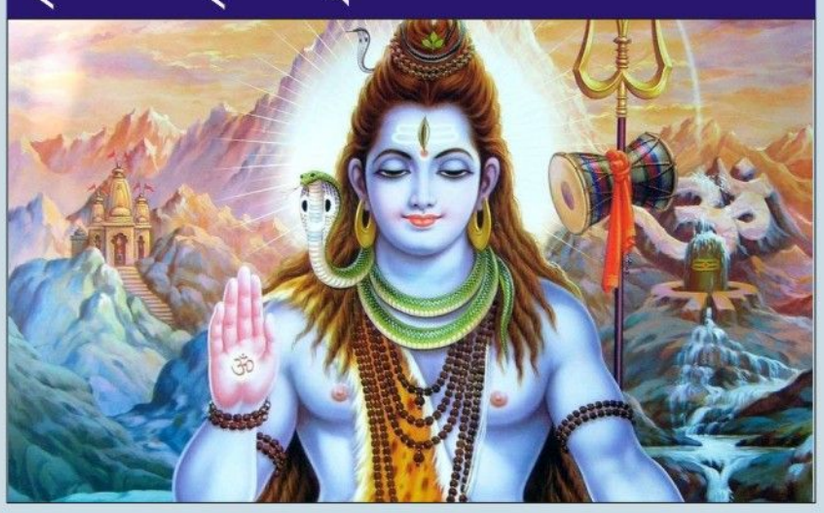

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত ।তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা নিধিবন অঞ্চল ফাঁকা করে দেওয়া হয় আর ভালো ভাবে তল্লাশি নেওয়া হয় গোটা এলাকার, যাতে নিধিবন সংলগ্ন মন্দিরের আসেপাশে একজনও মানুষ না থাকে। স্থানীয় লোক কথা অনুসারে, রাতের অন্ধকার নামতেই নিধিবন সংলগ্ন চারপাশের অঞ্চল শুধু যে জনমানব শূণ্য হয়ে যায় তা নয় গোটা এলাকায় থাকেনা কেন পশু পক্ষীও। এমনকি নিধিবন সংলগ্ন অঞ্চলে যে বাঁদরগুলি ঘুরে বেড়ায় তারাও রাতের অন্ধকার নামতেই প্রস্থান করে এলাকা ছেড়ে, থাকেনা একটা পাখিও। এমন কি চারপাশের বাড়িতে নিধিবনের দিক করে জানালা পর্যন্ত তৈরী করা হয় না। কি এই নিধিবন রহস্য? কেন রাতের পর কোন মানুষ এই অঞ্চলের দিকে তাকিয়েও দেখেনা? স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এই স্থানে রাতে যে থাকে তার দৃষ্টি শক্তি ও বাক শক্তি হারিয়ে যায় এবং দু দিন এর মধ্যে তার মৃত্যু হয় আনন্দ উল্লাস করে। বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা দাবি, লোক কথার সত্যতা খোঁজ করতে গিয়ে গোপনে এই স্থানে রাত কাটাতে গেছিল এক ব্যক্তি। আর তারপর যা হওয়ার তাই হয়। মৃত্যুর আগে সেই ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা কথা লিখে রঙমহলে রহস্যজনক ঘটনার কথা বলে গেছেন, যা মথুরার সরকারি সংগ্রহশালায় তথ্য প্রমাণ হিসাবে রেখে দেওয়া আছে। প্রতি রাতে সন্ধ্যারতির পর মন্দিরে রূপোর পালঙ্ক সাজিয়ে রাখা হয়। থালায় পান ও লাড্ডু ভোগ হিসাবে রাখা থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই খেয়ে ফেলতে সে কথা আজও প্রচলিত আছে, স্বয়ং কৃষ্ণ অতি শক্তিশালী সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় একজন ভক্ত কেমন হওয়া উচিত এবং ভক্তি কেমন হওয়া উচিত তার সেরা উদাহরণ হল মীরা বাই। শৈশবে তার সঙ্গে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যার পরে মীরা তার কৈশোর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত শ্রী কৃষ্ণকে তার সবকিছু হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং কেবল তাকে স্মরণ করে তার মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মীরা বাই সম্পর্কে কতটুকু জানেন শুধুমাত্র 'শ্রী কৃষ্ণ ভক্ত'। মীরা শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে সংযোগ এবং শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় কালে, মীরার সঙ্গে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল, যার সম্পর্কে অনেকেই জানেন না, এগুলো জানলে তবেই আপনি মীরার ভক্তি সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে পারবেন ।মীরাবাঈ শুধু একটি নাম নয়, তার রয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মর্যাদা। মীরাবাঈ ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে মেরতাতে রাজা রতন সিংহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মীরা ছিলেন যোধপুরের রাঠোর রতন সিংয়ের একমাত্র মেয়ে। রাজপুতানা জাতিতে জন্ম নেওয়া মীরাবাঈয়ের বাড়ির বাইরে বেরোতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু শৈশবে মীরার সঙ্গে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যার পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত হয়েছিলেন।

মীরাবাঈয়ের বয়স যখন আট বছর, লোকালয়ে বিয়ের হচ্ছে দেখে মীরাবাঈ তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বর কে? মীরাবাঈয়ের সন্তানের কৌতূহল কমাতে করতে, তাঁর মা বললেন, তোমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। এই ঘটনার পর মীরাবাঈ শ্রী কৃষ্ণকে নিজের সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ভক্তিতে নিমগ্ন হন। তিনি শ্রী কৃষ্ণের মূর্তিকে স্নান করেন, নতুন পোশাক পরেন, খাবার দেন, গান করেন এবং নাচ করেন। বয়ঃসন্ধিকালে মীরা কৃষ্ণকে তার স্বামী মনে করতেন। তাই মীরা সর্বদা কৃষ্ণের ভক্তিতে মগ্ন হয়ে গান গাইতেন ।মীরাবাঈ মহারানা সাঙ্গের পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যাকে পরবর্তীতে মহারানা কুম্ভ বলা হতো। বিয়ের প্রথম দিনই মীরা তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন যে তাঁর স্বামী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মহারানা কুম্ভ মীরার এই আলোচনাকে একটি রসিকতা বলে মনে করেন। তবে, ধীরে ধীরে শ্রী কৃষ্ণের প্রতি মীরার ভক্তি দেখে তিনিও নিশ্চিত হন যে মীরা শ্রী কৃষ্ণের জন্য পাগল। বিয়ের পরও মীরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতে মগ্ন হতে থাকে। তিনি মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণের মূর্তির সামনে গান গাইতেন এবং নাচতেন। মীরার এসব কর্মকাণ্ডে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন রেগে যেতে থাকে।

যখন মীরাকে পান করতে হয়েছে বিষ-কিছুকাল পর মীরার স্বামী যুদ্ধের সময় মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মীরাকে সতীদাহ করতে বললে মীরা বলেন, আমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। মীরা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও মন্দিরে যেতে শুরু করে এবং গান গেয়ে নাচতে শুরু করে। এতে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মীরাকে ব্যভিচারিণী হিসেবে অভিযুক্ত করে এবং মীরাকে এক মজলিসে বিষ পান করতে বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করতে করতে মীরাও বিষ পান করেন। উপস্থিত সবার মনে হয় মীরা এখন আর বাঁচবে না। কিন্তু মীরার জন্য বিষের পেয়ালা অমৃত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মীরার উপর বিষের কোন প্রভাব পড়েনি ।কিভাবে মীরা মারা গেল- শ্বশুরবাড়িতে অনেক অত্যাচার সহ্য করার পর, অত্যাচার সহ্যের বাইরে চলে গেলে মীরা প্রাসাদ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান বহু স্থানে তীর্থযাত্রা করে। অন্যদিকে মীরা প্রাসাদ ত্যাগ করার কারণে রাজ্যে অশান্তি শুরু হয়। ব্রাহ্মণরা বলল, মীরা ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মীরার সন্ধানে দুজন সৈন্যও পাঠানো হয়েছিল, তারা মীরাকে তাদের সঙ্গে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু মীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সৈন্যরা বলল, আমাদের সঙ্গে জীবিত না ফিরলে আমরাও ফিরব না, আমাদের পরিবারের কথা ভাবুন।

মীরা সৈন্যদের বলল, আমি যদি তোমাদের আসার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতাম, তাহলে কি তোমরা খালি হাতে ফিরতে? সৈনিক বলল তখন তাকে ফিরতে হবে। একথা শুনে মীরা একটি তারযুক্ত যন্ত্র, একটি তারা তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। মীরার চোখ থেকে প্রেমের অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে মীরা শ্রী কৃষ্ণের মূর্তির মধ্যে লীন হয়ে যায়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সিদ্ধার্থ-কিয়ারার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই ধেয়ে এল কটাক্ষ!

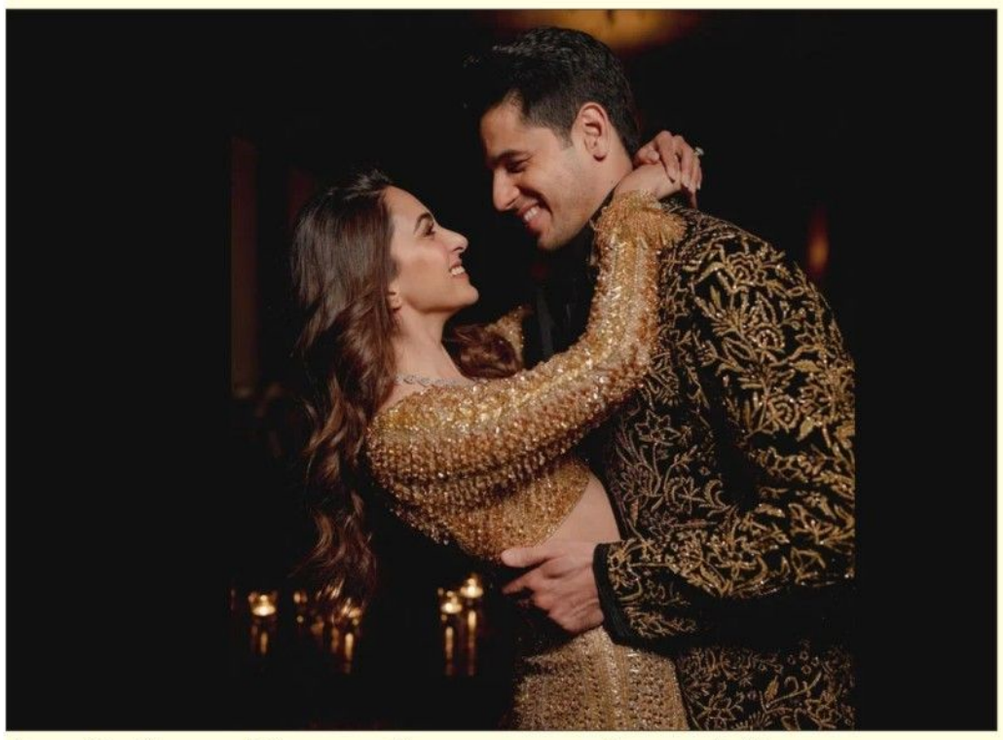

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের চলচ্চিত্র জগতের দুই তারকা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি। সম্প্রতি বিয়েও সেরেছেন তারা। ইতালির আমালফির রাস্তায় তাদের দেখা মিলল, সেখানে দুটি বড় বড় ট্রলি নিয়ে হাঁটছেন তারা। ৩১ জুলাই ছিল কিয়ারার জন্মদিন। এ উপলক্ষেই বিদেশে ঘুরতে গেছেন নবদম্পতি। সেখানেই ক্যামেরাবন্দি হন তারা।

দেশের মাটিতে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া বেশ কঠিন। মুম্বাই কিংবা দেশের অন্যান্য শহরে রাস্তায় প্রকাশ্যে হাঁটতে গেলে সামনে পিছনে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘুরতে হয় তাদের। কিন্তু বিদেশের রাস্তায় সেই ঝামেলা নেই। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারেন। তাই আর পাঁচজন সাধারণের মতোই বিদেশের রাস্তায় দেখা গেল সিদ্ধার্থ এবং কিয়ারাকে। যদিও এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরেই ধেয়ে এসেছে কটাক্ষ। কেউ কেউ লিখেছেন, "অবশেষে তারা নিজেদের ব্যাগ বইবার সুযোগ পেলেন।"

চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সাত পাকে বাঁধা পড়েন তারা। বিয়ের পাঁচ মাস কাটতে না কাটতেই তাদের ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা। এরই মধ্যে নাকি সন্তানসম্ভবা কিয়ারা। তবে সেই জল্পনা উড়িয়ে বিদেশে জলকেলিতে ব্যস্ত নায়িকা। কালো মনোকিনি পরে স্বামী সিদ্ধার্থের সঙ্গে জলকেলি করার মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি হয়েছে। সেই ভিডিওটি পোস্ট করেছিলেন নায়িকা নিজেই। এই ভিডিও পোস্ট করে নিজের জন্মদিনে নিজেকে শুভেচ্ছা জানান অভিনেত্রী।

সিদ্ধার্থ এবং কিয়ারার পরিচয় বেশ কয়েক বছরের। ২০১৮ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায় 'লাস্ট স্টোরিজ' ছবিটি। কিয়ারা এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই ছবির সাফল্য উদযাপন করতে একটি পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পার্টিতে আমন্ত্রিত ছিলেন সিদ্ধার্থও। সেখানেই আলাপ হয় দু'জনের। সেই পার্টি থেকে সিদ্ধার্থ এবং কিয়ারার বন্ধুত্ব, কিন্তু সেই বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয় 'শেরশাহ' ছবির শুটিংয়ের সময়। শেষমেশ পরিচালক করন জোহরের ঘটকালিতেই নাকি চার হাত এক হয় তাদের। বিয়ের পর স্বামী, শ্বশুরবাড়ি নিয়ে দিব্যি সংসার করছেন নায়িকা।

প্রথমবার একসঙ্গে সারা-সাইফ, মেয়ে পুলিশ আর বাবা আসামি!

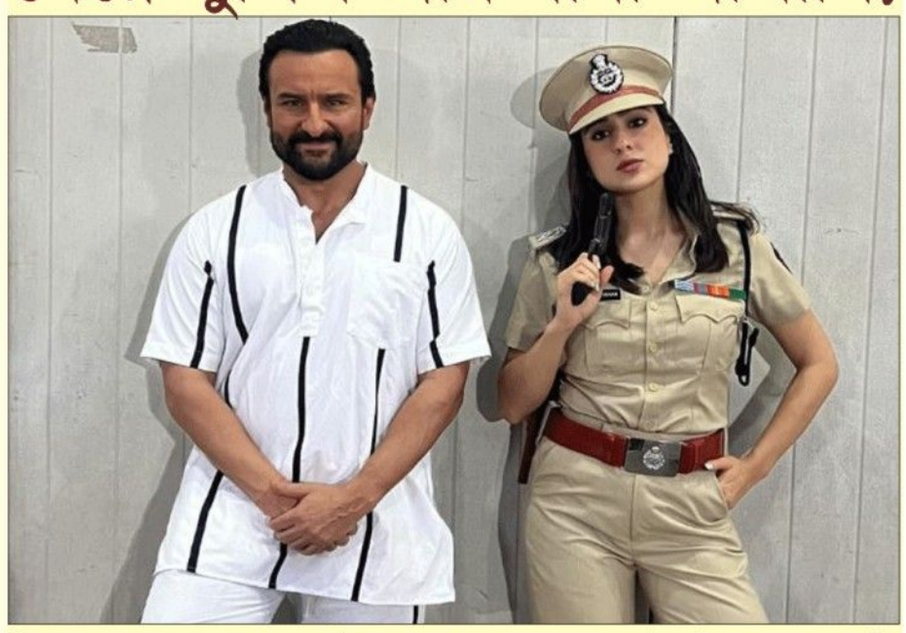

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করলেন। পর্দায় একই ফ্রেমে দেখা গেল তাদের দুইজনকে। বাবা আর মেয়ে। সাইফ আলি খান এবং সারা আলি খান। সারা হলেন পুলিশের ভূমিকায়। আর সাইফ আসামির। দুইজন মিলে শুটিং করলেন একটি বিজ্ঞাপনের। বাবা-মেয়েকে পর্দায় দেখে দারুণ উচ্ছ্বসিত ভক্তরা। অনেকের দাবি, এবার একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখতে চান দুইজনকে।

সম্প্রতি সাইফ এবং সারা একটি অ্যাপের বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে- সাইফ অন্য একজনের সঙ্গে গাড়ির বীমা নিয়ে কথা বলছেন। তার পরনে কারাগারের আসামির পোশাক। হঠাৎই সেখানে হাজির হয় 'পুলিশ' সারা। এসে বলে নির্দিষ্ট অ্যাপে তুলনা না করে যে কোনও বীমা করানো উচিত নয়।

এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সারা নিজে লিখেছেন- আমি তো বাবাকে গাড়ির বীমা নেওয়ার নতুন কায়দা শিখিয়ে দিলাম। কারণ কেউ তার বাবাকে নতুন কিছু শেখানোর জন্য কখনো ছোট হয় না।

এই বিজ্ঞাপন দেখে অবশ্য অনুরাগীদের খুশির সীমা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিজ্ঞাপনের শুটিং চলাকালীন ক্যামেরার আড়ালে বাবা-মেয়ের মধ্যে কেমন কথা হচ্ছিল, সেটা জানতে চান। কেউ আবার দাবি করেছেন, এই ছোট বিজ্ঞাপন দেখে মন ভরলা না। বাবা-মেয়েকে একসঙ্গে কোনও সিনেমায় দেখতে চান।

সাইফ আলি খানের সঙ্গে প্রথমে বিয়ে হয় অমৃতা সিংয়ের। সেই বিয়ে যদিও টেকেনি। কিন্তু অমৃতার সঙ্গে সাইফের সংসারে দুই সন্তান হয়। সারা এবং ইব্রাহিম। সারা ইতিমধ্যেই বলিউডে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন। আগামী দিনে ইব্রাহিমও পা রাখতে চলেছেন বলিউডে।

আমার জীবনের ঝুঁকি আছে: কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নিত্যদিনই শিরোনামে থাকেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। কখনও তিনি বিতর্ককে পিছু করেন, কখনও আবার বিতর্ক যেন তার পিছু নেয়। ইদানিং তিনি 'রকি আওর রানি কি প্রেম কাহানি' ছবির তারকা-নির্মাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝুলি খুলে বসেছেন।

তবে এবার বিপাকে পড়েছেন খোদ কঙ্গনাই। প্রশ্ন উঠেছে অভিনেত্রীর ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা নিয়ে। প্রশ্ন করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তবে ইটের বদলে পাটকেল ছুড়তে ভালই পারেন কঙ্গনা। তাই তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই জবাব এল অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে।

গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে এমনিতে ভাল সম্পর্ক কঙ্গনার। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের নেতৃত্বের মনোমালিন্য দেখা গেছে। এবার অভিনেত্রীকে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী।

তিনি অভিনেত্রীর নাম না করেই টুইট করে লেখেন, "স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের (এসপিজি) তো বলিউডের তারকাদের নিরাপত্তা দেওয়া। তারা কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, তার উপর নজর রাখাটা কাজ নয়। তবুও তার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উচ্চমানের নিরাপত্তার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।"

২০২০ সালে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর তোলপাড় হয়ে যায় গোটা বলিউড। মহারাষ্ট্র সরকার প্রায় নড়েচড়ে বসে এই ঘটনায়। শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান কঙ্গনা। এরপরই অভিনেত্রীর অফিস, বাংলো বেআইনি বলে গুঁড়িয়ে দেয় বিএমসি! সে সময় পাক অধ্যুষিত কাশ্মীরের সঙ্গে মুম্বাইয়ের তুলনা টানতে ছাড়েননি বলিউডের 'কুইন'। পরে অবশ্য সেই গেরুয়া শিবিরের হয়েই গলা ফাটাতে শোনা যায় অভিনেত্রীকে। তখনই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা দেওয়া হয় তাকে। তবে এখন প্রাক্তন বিজেপি সংসদের প্রশ্নের পাল্টা জাবাব দিয়েছেন তিনি।

কঙ্গনা নিজের সাফাই গেয়ে টুইটে লেখেন, "স্যার আমি শুধুই একজন বলিউড তারকা নই। আমি এ দেশের সচেতন নাগরিক। আমাকে নিশানায় রাখে মহারাষ্ট্র সরকার। আমি টুকড়ে গ্যাং সম্পর্কেও প্রতিবাদ করেছি এবং খালিস্তানি গোষ্ঠীগুলোর তীব্র নিন্দা করেছি। আমি একজন পরিচালক, লেখক এবং প্রযোজক এবং আমার পরবর্তী ছবি অপারেশন ব্লুস্টারকে নিয়ে আমার প্রাণের ভয় আছে, তাই আমি নিরাপত্তা চেয়েছি, এতে ভুল কি আছে স্যার!"

ক্ষমা চাইলেই সব ক্ষতি পূরণ হয় না: রুদ্রনীল

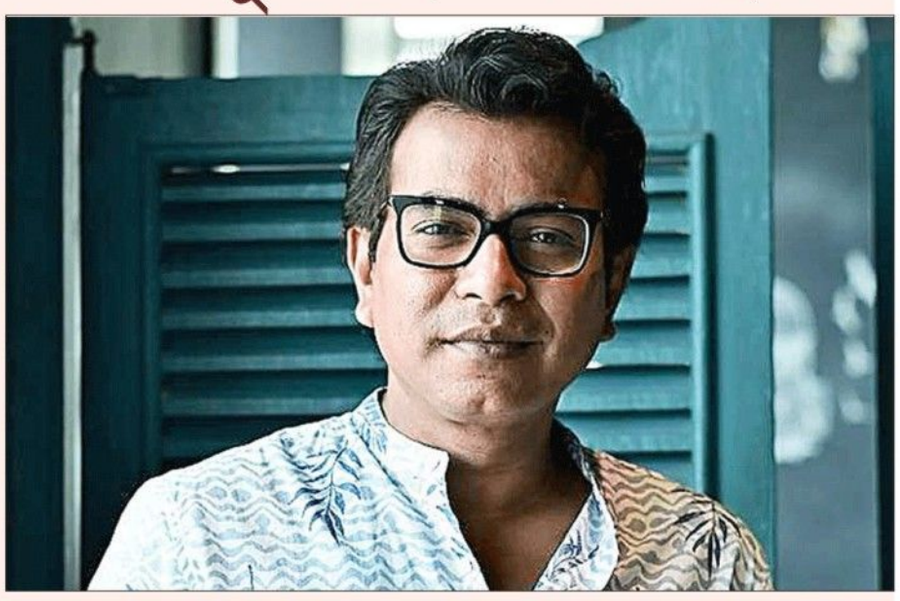

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুই টলিউড অভিনেত্রী সোহিনী সরকার এবং তৃণা সাহার মধ্যে মতানৈক্যের জেরে 'মাতঙ্গী' ওয়েব সিরিজের শুটিং এখনও বন্ধ। এদিকে এই ওয়েব সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তৃণা। তৃণার জায়গায় রোশনি ভট্টাচার্যকে নিয়ে এই সিরিজের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন নির্মাতারা। এই সিরিজে অন্যতম প্রযোজক এবং সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ। এখন শুটিং বন্ধ। এই অবস্থায় কী ভাবছেন রুদ্রনীল? অভিনেতা বললেন, কারও মন খারাপ হতেই পারে। কোনও সমস্যা হতেই পারে। কিন্তু তার জন্য পুরো ফ্লোরকে তো ভুগতে হল। এই প্রসঙ্গে রুদ্র জানালেন, তৃণা কেন, শুটিং ফ্লোরে অন্য যে কারওই কোনও সমস্যা হতে পারে। কিন্তু যত বড়ই সমস্যা হোক না কেন, ইউনিটের কথা মাথায় রেখে ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। রুদ্রনীলের কথায়, উনি আমাদের বন্ধু। তৃণা পরে ক্ষমা চেয়েছেন। আমি জানি, তার মতো সৎ সাহস অনেক বড় অভিনেতারও নেই। সে জন্য আমি আনন্দিত। এরই সঙ্গে রুদ্রনীলের পাল্টা প্রশ্ন, কিন্তু ক্ষমা চাইলেই কি সব ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব?

ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বলেই সে দিকে আর যেতে চাইলেন না রুদ্রনীল। তিনি বলেন, এত দিনে আমাদের অর্ধেক শুটিং শেষ হয়ে যেত। 'হাওয়াবদল ২'-এর জন্য ৮ আগস্ট আমি লন্ডন চলে যাব। তাই কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

শুভমনের ফর্ম নিয়ে

উদ্বিগ্ন নন দ্রাবিড়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর হঠাৎ করেই ব্যাটে নেই রান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে চেনা ছন্দে পাওয়া যাচ্ছে না শুভমন গিলকে। টেস্টের পর একদিনের সিরিজেও প্রথম দুই ম্যাচে এখনও রান পাননি। কিন্তু তাঁর ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন নন ভারতের জাতীয় দলের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তরুণ ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়ালেন ভারতের হেড কোচ। রাহুল দ্রাবিড় বলেন, শুভমনকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। মাঝে মাঝে এরকম হয়। তবে তার ব্যাটিংয়ে কোনও সমস্যা নেই। কখনও ভাল খেললেও বড় রান আসে না। প্রত্যেক ম্যাচের পর কারও সমালোচনা করা যায় না। টেস্টে ওপেনিং থেকে সরিয়ে শুভমনকে তিন নম্বরে খেলানো হয়েছে। নতুন পজিশনে কি স্বচ্ছন্দ নন তিনি? যদিও একদিনের ম্যাচে ওপেন করতে নেমেই রান পাননি। তবে ভারতের তরুণ ব্যাটারের ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নয় ভারতীয় শিবির।

ভারতের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের

শক্তিশালী টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে মাঠে নামার আগেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এখন থেকেই দল গোছানো শুরু করেছে তারা। দলের সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পেতে ক্রিকেটারদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলানো হচ্ছে।

১৫ সদস্যের এই দলে ফেরানো হয়েছে শেই হোপ, শিমরন হেটমায়ার ও ওশেন টমাসকে। আর সর্বশেষ সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন শামার ব্রুকস, রেমন রিফার, ইয়ানিক ক্যারাইয়াহ ও শেলডন কটরেল। প্রায় এক বছর পর জাতীয় দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পাচ্ছেন হেটমায়ার। এ ছাড়া ভারতের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজ দিয়েই তিনি দুই বছর পর এই সংস্করণে ফেরেন। উইন্ডিজের ওয়ানডে অধিনায়ক শাই হোপ টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন প্রায় দেড় বছর পর। এছাড়া ওশেন টমাসও ভারতের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দলে আছেন। যদিও প্রথম দুই ম্যাচে সুযোগ পাননি।

উইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি দল : রোভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), কাইল মেয়ার্স, জনসন চার্লস, রোস্টন চেজ, শিমরন হেটমায়ার, জেসন হোল্ডার, শাই হোপ, আকিল হোসেন, আলঝারি জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, ওবেড ম্যাককয়, নিকোলাস পুরান, রোমারিও শেফার্ড, ওডিন স্মিথ, ওশেন টমাস।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সিরিজ শ্রীলঙ্কায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ আগস্ট থেকে শুরু হবে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। সবগুলো ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কায়।

মূলত এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে এই সিরিজটি খেলবে তারা। আগামী ২২ আগস্ট হাম্বানটোটায় হবে প্রথম ওয়ানডে। একই মাঠে ২৪ আগস্ট মাঠে গড়াবে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। এ ছাড়া সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি হবে ২৬ আগস্ট, কলম্বোতে।

এবার হাইব্রিড মডেলে হবে এশিয়া কাপ। ছয় দলের লড়াইয়ের চার ম্যাচ পাকিস্তানে এবং বাকি ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ১৭ সেপ্টেম্বর।

অন্যদিকে আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারতে। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৯ নভেম্বর। ওয়ানডে বিশ্বমঞ্চে ৬ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান।

একনজরে আফগানিস্তান-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজের সূচি

২২ আগস্ট, প্রথম ওয়ানডে : হাম্বানটোটা ২৪ আগস্ট, দ্বিতীয় ওয়ানডে : হাম্বানটোটা ২৬ আগস্ট, তৃতীয় ওয়ানডে : কলম্বো

বল পাল্টানো নিয়ে

তদন্তের দাবি পন্টিংয়ের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে বল বদল করা হল কেন, তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুললেন রিকি পন্টিং। আম্পায়ারদের এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটে চতুর্থ দিন অর্থাৎ রবিবার। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭তম ওভারে উসমান খাজার হেলমেটে মার্ক উডের বাউন্সার লাগে। মাঠের দুই আম্পায়ার জোয়েল উইলসন এবং কুমার ধর্মসেনা মনে করেন, হেলমেটে লেগে বলের আকৃতি পাল্টে গিয়েছে। তাই তারা বলটিকে বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর পরে চতুর্থ দিনে খুব বেশি ওভার খেলা হয়নি বৃষ্টির কারণে। কারও কারও মত, পাল্টে দেওয়া বলটি বেশ শক্ত ছিল বলে সোমবার সকালে বৃষ্টি থামার পরে যখন খেলা শুরু হয়, অন্যায় সুবিধা পেয়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ডের বোলাররা। তার উপরে পরিবেশও মেঘলা ছিল। সোমবার শুরুতেই ক্রিস ওকসের বলে দুই ওপেনার ওয়ার্নার এবং খাজা আউট হয়ে যান। তখন কটাক্ষ করে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল টুইট করেন, 'দ্বিতীয় নতুন বল থেকে সাবধান, বন্ধুরা।'

পন্টিং মনে করেন, আম্পায়ারেরা হয় নিজেরা সঠিক কাজ করেননি নতুন বলটিকে বেছে অথবা তাদের কাছে উপযুক্ত বিকল্প বলের বাক্স পাঠানো হয়নি। স্কাই স্পোর্টসে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে পন্টিং বলেন, 'আমার সব চেয়ে বড় আপত্তি হচ্ছে, দু'টি বলের অবস্থায় অনেক তফাত ছিল। যে বলটা সরানো হল আর যেটা আনা হল, দু'টি পাশাপাশি রাখলে কেউ বলবে না একই রকম বল।' তার আরও প্রশ্ন, 'বল যদি পাল্টাতেই হয়, তা হলে নিশ্চিত করা দরকার যেন পুরনোটার মতো অবস্থায় রয়েছে, এমন বল আনা হয়। কিন্তু বাক্সটার মধ্যে যদি ভাল করে তাকিয়ে দেখে কেউ, তা হলে দেখতে পাবে খুব বেশি পুরনো অবস্থায় থাকা বল ছিল না। কয়েকটা পুরনো বল ছিল কিন্তু আম্পায়ারেরা নেড়েচেড়ে দেখে বাক্সেই রেখে দিয়েছিলেন।'

এখানেই থামেননি পন্টিং। জোরাল প্রশ্ন তুলেছেন আম্পায়ারদের মনোভাব নিয়ে। বলেছেন, 'দু'জন আম্পায়ারেরই আন্তর্জাতিক ম্যাচ করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওরা এত বড় ভুল কী করে করতে পারে। আমার মনে হয়, এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। বাক্সের মধ্যে কী যথেষ্ট পরিমাণে পুরনো বল ছিল না? নাকি মাঠের আম্পায়ারেরা যেমন তেমন করে একটা বল তুলে নিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন!'

বিকল্প বলের বাক্স মাঠের আম্পায়ারদের কাছে নিয়ে আসার দায়িত্ব থাকে চতুর্থ আম্পায়ারের। এ ক্ষেত্রে চতুর্থ আম্পায়ার ছিলেন ডেভিড মিলিন্স। বল ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্কাই এ দিন দেখিয়েছে, পঞ্চম দিন খেলা শুরু হওয়ার পরে বল চতুর্থ দিনের শেষ বেলার চেয়ে অনেক বেশি নড়াচড়া করেছে। পন্টিংয়ের মন্তব্য, 'নিশ্চয়ই সোমবার সকালের আবহাওয়া সুইং বোলিংয়ের জন্য ভাল ছিল মানছি। একই সঙ্গে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, কাল যে বলটা সরানো হয়েছে সেটা এতটা বাঁক নিত না এই পরিবেশেও। চতুর্থ দিন বিকেলের চেয়ে দ্বিগুণ নড়াচড়া হয়েছে পঞ্চম দিন সকালে।'

রোনালদো নয়, শীর্ষ তারকাদের

সৌদির পথ খুলে দিয়েছেন বেনজেমা

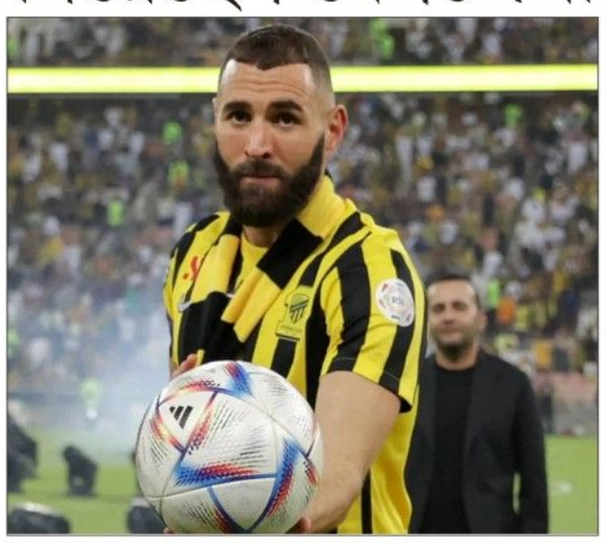

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বুন্দেস লিগার ক্লাব মেইঞ্জ এর কোচ বো সভেনসনের মতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নয়, করিম বেনজেমা আল ইত্তিহাদে যোগ দেয়ায় আন্তর্জাতিক তারকাদের সৌদি প্রো লিগে যোগ দেয়ার পথ খুলে দিয়েছে। শীর্ষ তারকাদের সৌদি প্রো লিগের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা সার্বিকভাবে জার্মানি ও ইউরোপীয় ফুটবলের জন্য হুমকি বলেও মনে করেন তিনি।

বিল্ড পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সভেনসন বলেন, বিষয়টিকে আমি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। এটি চীনের চেয়ে ভিন্ন। চীনে প্রতিটি ক্লাবে কেবল তিনজন বিদেশি খেলতে পারে। যে কারণে বড় তারকারা চীনে যেতে আগ্রহী হয়নি। আমার মতে ৩৮ বছর বয়সী রোনালদো সৌদি আরবের দিকে শীর্ষ তারকাদের নিতে পারেননি। বরং কাজটি করেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে খেলেই মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমানো বেনজেমা। এর দ্বারা অন্যদের দরজাও খুলে গেছে। সেখানে অর্থের সরবরাহ এতটাই যে, প্রিমিয়ার লিগও খেলোয়াড়দের আটকে রাখতে পারবে না। বিষয়টি কতদূর গড়াতে পারে তা ভেবেই আমি উদ্বিগ্ন।'

ডেনিস ওই সাবেক ফুটবল তারকা বলেন, দীর্ঘ ১৪ বছর রিয়াল মাদ্রিদে কাটানো করিম বেনজেমাকে আল ইত্তিহাদে চুক্তিবদ্ধ করানোর মাধ্যমে সৌদি আরব আরো দশ হাই প্রোফাইল তারকাকে তাদের ঘরোয়া লিগে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। যেটি তাদের লিগের মান সীমানার বাইরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনেরও লক্ষ্য স্থির করেছে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশটি। এবারের গ্রীষ্মকালীন দল বদলে তারকাদের বড় একটি অংশকে সৌদি প্রো লিগে ঝুকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। রিয়াদ মাহরেজ, অ্যালান সেন্ট-ম্যাক্সিমাইন, এডুয়ার্ড মেন্ডি ও এগলো কনেটর মতো তারকারা সেখানে ভীড় জমাচ্ছেন। সেখানে যোগ দিতে যাওয়া আরেক বড় তারকার নাম সাদিও মানে। যিনি যোগ দিতে পারেন আল নাসরে।

ব্যাট হাতে নেটে ফিরেছেন,

বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনকে পাওয়ার সম্ভাবনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার লড়াই চলছে কেন উইলিয়ামসনের। সেই পথে বড় একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান। লম্বা সময় পর ব্যাট হাতে নেটে ফিরেছেন। খেলেছেন কয়েকটি থ্রোডাউন। যে অনুভূতি তার কাছে দারুণ। গত এপ্রিলে ডান হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর এখন সেরে ওঠার পথে উইলিয়ামসন। দীর্ঘ বিরতি শেষে মঙ্গলবার (০১ পহেলা আগস্ট) প্রথম ব্যাট হাতে নেটে যান তিনি। ব্যাটিংয়ের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেন, কয়েকটি থ্রো খেলার জন্য ব্যাট হাতে নেটে ফেরা দারুণ অনুভূতির।

হাঁটুর লিগামেন্টের এই চোটে উইলিয়ামসন পড়েন গত ৩১ মার্চ, আইপিএলের সবশেষ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে। সীমানায় ছক্কা বাঁচাতে গিয়ে বাজেভাবে পড়ে যান গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলতে নামা উইলিয়ামসন। ছক্কা আটকাতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু ওই পড়ে যাওয়াতেই শেষ হয়ে যায় তার আইপিএল।

ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়ে দেশে ফেরেন তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেন, তার এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ছিঁড়ে গেছে। অস্ত্রোপচার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। পরের মাসে শল্যবিদের ছুরিকাঁচির নিচে যান উইলিয়ামসন।

অস্ত্রোপচারের পর এই ধরনের চোট থেকে সেরে উঠতে সাধারণত ৬ মাসের মতো সময় লাগে। এতে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনকে পাওয়া নিয়ে জাগে শঙ্কা। গণমাধ্যমে তখন খবর ছড়ায়, খেলোয়াড় হিসেবে না হলেও মেন্টর হিসেবে বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে যেতে পারেন উইলিয়ামসন।

তবে চোটে পড়ার পরপরই উইলিয়ামসন বলেছিলেন, দ্রুত মাঠে ফিরতে হাল ছাড়বেন না তিনি। গত জুনে তিনি বলেন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা। বিশ্বকাপের বাকি আর দুই মাস। এই সময়ে উইলিয়ামসনের ব্যাটিংয়ে ফেরা নিউজিল্যান্ড দলের জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। আগামী ৫ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে কিউইদের বিশ্বকাপ অভিযান।

২০১৫ বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ডের ফাইনাল খেলার পথে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল উইলিয়ামসনের। গত বিশ্বকাপে তার নেতৃত্বেই ফাইনাল খেলে মূল ম্যাচ ও সুপার ওভার টাই হওয়ার পর বাউন্ডারির সংখ্যায় হারের বেদনায় নীল হয় কিউইরা। নেতৃত্বের উজ্জ্বল রেকর্ডের পাশাপাশি তার নিজের ব্যাটিং পারফরম্যান্সও দারুণ এই সংস্করণে।

ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত ১৬১ ম্যাচ খেলে ৪৭.৮৩ গড়ে ৬ হাজার ৫৫৪ রান করেছেন উইলিয়ামসন। তার নামের পাশে ১৩ সেঞ্চুরির সঙ্গে আছে ৪২ ফিফটি।

পিএসজি শিবিরে হতাশা;

ইন্টারের বিপক্ষেও হার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রাক মৌসুমের প্রীতি ম্যাচে মঙ্গলবার ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছে পিএসজি। ম্যাচে প্রথমে লিড নিলেও হেরে শেষ করে এমবাপ্পে-মেসিকে ছাড়া নতুন মৌসুম শুরুর অপেক্ষায় থাকা প্যারিসের দলটি। এ নিয়ে প্রাক মৌসুমের চার ম্যাচের মধ্যে দু'টিতে হার ও একটিতে ড্র দেখেছে তারা। জাপান ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমার্ধে গোল করতে পারেনি কোন দল। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে প্রথম লিড নেয় পিএসজি। এরপর আরও খোলসে ঢুকে যেতে থাকে প্যারিসের দলটি। বিপরীতে আক্রমণে ধার বাড়ায় ইতালির জায়ান্ট ইন্টার মিলান। তিন মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে জয় তুলে নেয় গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলা দলটি। ৮১ মিনিটে সেবাস্তিয়ানো ইস্পোজিতো ও ৮৩ মিনিটে স্টেফানো সেনসি গোল করে দলকে জয় এনে দেন। সৌদির ক্লাব আল নাসরের বিপক্ষে প্রাক মৌসুম শুরু করে পিএসজি। ওই ম্যাচ গোল শূন্য সমতায় শেষ হয়। পরের ম্যাচে জাপানের ক্লাব সেরেজো ওসাকার বিপক্ষে ৩-২ গোলে হারে পিএসজি। তৃতীয় ম্যাচে লে হাভরি এসির বিপক্ষে জয় পায় লা প্যারিসিয়ানরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR